খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 31 ❑ 17th Oct., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ প্রতিমা বিসর্জন দিতে যাওয়ার পথে এক মহিলাকে ফাঁকা জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে । সোমবার রাতে গাইঘাটা থানার জামদানি বটতলা এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। রাতেই মহিলা থানার দ্বারস্থ হলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সুনীল মজুমদার। মহিলা ও তার পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, ধৃত পুলিশকর্মীর বাড়ি জামদানি এলাকায়। রাতে পাড়ার পুকুরে বিসর্জন দিতে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত মহিলার মুখ চেপে ধরে নিজের বাড়ির পেছনে জঙ্গলে নিয়ে যায়। অভিযোগ, এরপরে মহিলাকে মদ খাওয়ানোর চেষ্টা করে এবং তার শরীরের গোপনাঙ্গে হাত দেয়। মহিলা কোনরকমে সেখান থেকে পালিয়ে এসে পরিবারের লোকজনদের বিষয়টি জানায়। রাতেই তারা গাইঘাটা থানার দ্বারস্থ হন।

এরপরই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার সকালে ধৃতকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

ভর দুপুরে অপহরণের চেষ্টা, আটক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ষষ্ঠীর দুপুরে এক শিশু কন্যাকে লজেন্স দেয়ার নাম করে বনগাঁয় অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় এলাকায় তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক মাস আগে বনগাঁ মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ছেলেধরা গুজবে আতঙ্কিত হয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। সে সময়ে কয়েকজন ভবঘুরে গণপিটুনির শিকার হয়েছিলেন। পুলিশের পক্ষ থেকে সবগুলো ঘটনার তদন্ত করে একে গুজব বলে জানানো হয়েছিল। সেসব ঘটনার জের না মিটতেই এবার বনগাঁর পাইকপাড়ায় দিনে দুপুরে এক শিশু কন্যাকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এব্যাপারে বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সুরাইয়া শেখ নামে এক মহিলার অভিযোগ, মঙ্গলবার বেলা দেড়টা নাগাদ তার বছর চারেকের নাতনিকে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি জোর করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এসময়ে নাতনি ও তার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন জড়ো হয়ে যায় ও অভিযুক্ত ব্যক্তি হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। পুলিশ অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

অনাস্থা পুজোর খাবারেও, একাধিক রেস্তোরা হোটেলে অভিযানে খাদ্য দপ্তর

প্রতিনিধি ঃ পুজোর মরসুমে একাধিক হোটেল রেস্তোরাঁর খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বাসিন্দাদের মধ্যে। এবার খাবারের মান যাচাই করতে পদক্ষেপ করল প্রশাসন। মঙ্গলবার সকাল থেকে বনগাঁ খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের পক্ষ থেকে বনগাঁ শহরের একাধিক রেস্তোরাঁ হোটেলে অভিযান চালানো হলো। খাবারের গুণগত মান পরীক্ষা করে দেখা হল। নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। পরবর্তীকালে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে খাবারের মান কেমন। খারাপ হলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বনগাঁ থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে খাদ্য দপ্তর এর আধিকারিকেরা বনগাঁ কালীবাড়ি সংলগ্ন বিরিয়ানির দোকান, বনগাঁ থানা সংলগ্ন এলাকার হোটেল, বনগাঁ মতিগঞ্জ ও যশোর রোড সংলগ্ন একাধিক হোটেল রেস্তোরায় অভিযান চালান তারা।

বনগাঁর এক বিরিয়ানি দোকানের মালিক গৌতম চ্যাটার্জী বলেন, খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এসেছিল। বিরিয়ানির নমুনা সংগ্রহ করেছে, কাগজপত্র দেখেছে। সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। রান্নার জায়গা ঘুরে দেখেন। আমরা আমাদের সমস্ত কিছু দেখিয়েছি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরবর্তীতে পদক্ষেপের বিষয়ে জানাবেন বলে জানিয়ে গেছেন অধিকার।

প্রসঙ্গত দুর্গাপুজো উপলক্ষে বনগাঁ শহরে লক্ষাধিক মানুষের ঢল নামে। হোটেল রেস্তোরাগুলিতে উপচে পড়া ভিড়। তার মধ্যেই একাধিক হোটেল রেস্তোরার বিরুদ্ধে নিম্নমানের খাবার

তৃতীয় পাতায়...

হারিয়ে যাওয়া ৫০টি মোবাইল ফেরাল পুলিশ

স্বামীর দেওয়া শেষ স্মৃতি ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোবাইল ফোন হারিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন অনেকেই। স্বামীর দেওয়া শেষ স্মৃতি হিসেবে মোবাইলটিও খোয়া গিয়েছিল গাইঘাটার কলাসীমার গৃহবধু শর্মিলা বিশ্বাসের। তারা মোবাইল ফিরে পেতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এবার দুর্গোৎসবের মধ্যেই ৫০ জন ব্যক্তিকে তাদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরিয়ে দিল পুলিশ। মঙ্গলবার বনগাঁ পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে গাইঘাটা থানার ৫০ জন ব্যক্তিকে তাদের খোয়া যাওয়া মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়া হল। স্বামীর শেষ স্মৃতি ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন শর্মিলা দেবী। শর্মিলা দেবী বলেন, 'স্বামী ফোনটি আমায় কিনে দিয়েছিল। তার মৃত্যু হয়েছে। তার শেষ স্মৃতি হিসেবে সেটি আমার কাছে ছিল। হারিয়ে যাওয়ার পর থানায় জানিয়েছিলাম। ভাবিনি ফিরে পাব। পুলিশ স্বামীর সে স্মৃতি আজ আমাকে ফিরিয়ে দিল। তাই চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। পুলিশকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
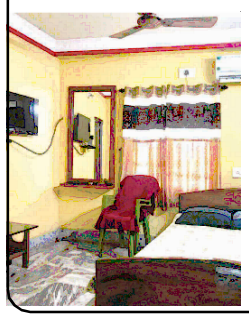
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

IIAT
ISO 9001 : 2015 Certified Organisation
INDIAN INSTITUTE OF ACCOUNTS AND TAXATION
EXPERIENCED FACULTY INCLUDING CA, CMA & ADVOCATE
Tally Prime
MS-Excel
E-filing of Income Tax Return
GST(Goods and Service Tax)
TDS / TCS
ESI / PF
ROC E-Filing
Trademark Filing
Basic Computer
Bongaon, North 24 Parganas
Phone : 980452-2070 707489-8575
Website : www.iiat.in

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৩১ ❐ ১৭ অক্টোবর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

মশা চিনুন; সর্তক হোন

রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গির দাপট। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষ ডেঙ্গি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু সতর্ক হবেন কীভাবে! কীভাবে চিনবেন ডেঙ্গি মশা। প্রায় সবারই জানা, এডিস ইজিপ্টি নামে এক বিশেষ প্রজাতির মশা এই রোগের বাহক। জেনে নিন, কেমন দেখতে হয় এই মশা। এডিস ইজিপ্টি মশা, অর্থাৎ ডেঙ্গির মশা গাঢ় কালো রঙের হয়। পায়ে থাকে সাদা সাদা দাগ। সাধারণ মশার থেকে আকারে ছোট হয় এডিস ইজিপ্টি। দৈর্ঘ্য মাত্র ৪ থেকে ৭ মিলিমিটার। স্ত্রী মশারা পুরুষদের তুলনায় লম্বা হয়। এরা খুব বেশি উড়তে পারে না। ডেঙ্গির মশা বেশিরভাগই দিনের বেলায় কামড়ায়। দিনের বেলায় এই মশা সবথেকে বেশি সক্রিয় থাকে। সূর্য ওঠার দু'ঘণ্টা পর থেকেই দাপট বাড়ায় ডেঙ্গির মশা। ডেঙ্গির মশার বিপদ দিনেই বেশি বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলও। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে থেকেই ক্ষমতা কমে এই মশার। তাই দুপুরে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গির মশার উপদ্রব।

দৃষ্টি'র নিজস্ব শিল্প চর্চা কেন্দ্র শিল্পশালা'য় পালিত হল বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস

প্রতিনিধি ঃ দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে দৃষ্টি'র নিজস্ব শিল্প চর্চা কেন্দ্র শিল্পশালা'য় পালিত হল বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস। পশ্চিমবঙ্গের জেলাস্তরের নাট্য দলগুলির মধ্যে দত্তপুকুর দৃষ্টি বর্তমানে অন্যতম জনপ্রিয় ও সর্বজনবিদিত একটি দল।

১৯৯০ সালে দল গঠনের পর থেকেই বিভিন্ন গঠনমূলক ও সংস্কৃতিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দৃষ্টি আজ বাংলা থিয়েটার চর্চার জগতে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানটি নিতান্তই স্বল্প সময়ে ও স্বল্প পরিসরে আয়োজন করা হলেও দৃষ্টির সকল সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও বিভিন্ন গুণীজন সমাগমে অনুষ্ঠানটি একটি অন্য মাত্রা পায়, এদিন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি বর্গ এবং দৃষ্টির শিশু শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত নাচ, গান, আবৃত্তিতে অনুষ্ঠানের সন্ধ্যাটি মুখরিত হয়ে ওঠে।

এর সাথেই এই দিন মঞ্চস্থ হয় দত্তপুকুর দৃষ্টির একটি অনবদ্য প্রযোজনা, নাটক— তিন সত্যি, নাট্যকার— নকুলেশ্বর চৌধুরী, নির্দেশনা— বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। এদিনের সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত সকলেই অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব ও সার্থকথা নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এবং সবশেষে দৃষ্টির কর্ণধার মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য এই দিনের তাৎপর্য ও আগামীতে তাঁদের থিয়েটার কেন্দ্রিক যে কর্মসূচী, সে বিষয়ে বক্তব্যর মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ জন্ম মাসে অমর কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর ও বাংলা কাব্য সাহিত্যের কালজয়ি কবি

বিনয় মজুমদারের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পনের মধ্য দিয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে শুরু হয় গোবরডাঙার সেবা ফার্মাস সমিতি আয়োজিত ৫৮তম মাসিক সাহিত্য সভা ও গুণীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান। স্বাগত ভাষণে সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট সমাজকর্মী গোবিন্দলাল মজুমদার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আয়োজিত মাসিক সাহিত্য সভার গুরুত্ব ও প্রযোজনীয়তা ব্যক্ত করেন। স্বনামধন্য কবি— এদের জীবন, কর্ম এবং তাঁদের অসামান্য সৃষ্টির উপর আলোকপাত করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক পাঁচুগোপাল হাজরা। বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজ কান্তি চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভা পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট কবি স্বপন কুমার বালা। এদিনের সাহিত্য সভায় বর্ষিয়ান কবি ও গীতিকার মুসাফির জনাবকে সমিতির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, পুস্তক, মানপত্র ও স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন সেবার অন্যতম সেবিকা মৌসুমী হীরা। উপহার সামগ্রী মুসাফির সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান, সমিতির সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা, সম্পাদক গোবিন্দ লাল মজুমদার ও সেবিকা প্রতিমা চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিনের সাহিত্য সভা ও কবি সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা ও সাহিত্য পাঠে অংশ নেন। অধিকাংশ কবির কবিতায় ও কণ্ঠে সম্প্রতি কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে পড়ুয়া চিকিৎসক তিলোত্তমার উপর পাশাবিক অত্যাচার ও নারকীয় হত্যার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখক ও আবৃত্তিকার পলাশ মণ্ডলের কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি সমবেত সকলের প্রশাংসা লাভ করে। সঞ্চালক শ্রী বালার সুচারু সঞ্চালনায় এদিনের আয়োজিত কবি সম্মেলন ও সাহিত্য সভা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বনসাই যখন শিল্প

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

বনসাই কেবলমাত্র একটি বিনোদন শিল্প নয়; এর মধ্যেও রয়েছে একটা পরিপূর্ণ দর্শন। প্রকৃতপক্ষে বনসাই শিল্পীরা যুগে যুগে বনসাই শিল্পের সঙ্গে একাধিক দর্শন আরোপ করেছেন। বনসাই শিল্পীদের মতে বনসাই চর্চা হলো প্রকৃতির প্রতি মানব সন্তানের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শন। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের প্রতীক। ধৈর্য ও অধ্যাবসায় সহ নিজেদের সীমানার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন। ভারতীয় বনসাই শিল্পীদের কেউ কেউ জাপানিদের স্বর্গ, মর্ত্য মানুষের সম্পর্ক ঘঠিত দর্শনটিকে ভারতের নিজস্ব দর্শনের আলোকে দেখতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে বনসাই এর নিম্ন, মধ্য ,উর্ধ এই তিনটি তলকে ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের আলোকে যথাক্রমে সৎ, চিৎ ও আনন্দ রূপে কল্পনা করা চলে। একজন বনসাই শিল্পী প্রকৃতির সাধনায় লিপ্ত হন। অল্প কথায় বলা যায়, বনসাই হল সমগ্র প্রকৃতির প্রতিমায়িত রূপ।

অনেকেই বনসাই শিল্পীদের কাজকে নিষ্ঠুর শিল্পকর্ম বলে চিহ্নিত করেন। এ কথায় বশিষ্ঠদা খুবই ক্ষোভের সুরেই জানান। তাঁর তৈরি

বনসাইয়ের ছবি আমি তুলেছি এবং এই রচনায় ব্যবহার করেছি। বশিষ্ঠদা বলেন কিছু মানুষের কথা হল স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠা একটি বিশাল লম্বা জাতের গাছকে ক্ষুদ্র পাত্রে রেখে খর্বাকার হয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য করা হয়। এটা কতটুকু নৈতিক। আসলে আবেগীদের মনেই এসব উঁকি-ঝুঁকি মারে। যারা একথা বলেন, তারাই জ্যান্ত পাঁঠার মাংস আবার খুব আয়েশ করে খান। তারা বুঝতে চান না, প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যের অঢেল সঞ্চয়। সেগুলিকে নিয়মের বন্ধনে সংযত করাই তো শিল্প।

বনসাই শিল্পীদের অনেক সংস্থা আছে। এখানে কয়েকটি নাম ও ই.মেইল দেওয়া হল। উৎসাহি হলে যোগাযোগ করতে পারেন। বনসাই লাভার্স সোসাইটি অফ কলকাতা, নেব্রাস্কা বনসাই সোসাইটি (Nebrasha Bonsai society) কলকাতা, ইন্টারনেট বনসাই।
www.hav.com/bonsi
www.napabonsi.org/.../Bonsai. Insight
ibonsai club. forumotion.com/t/o40-fl..., nebonsai.blogspot.com/ Kolkata.unikr.com/ bonsai - lovers-soc...

... সমাপ্ত

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

দেখবি দিনের বেলা শিউলিরা বাঁকের দু'পাশে কতগুলো মাটির ছোট কলসি ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের মাজায় ঝোলে বাঁশের কাঠের বাখারিতে বোনা ছোটো পাত্র। তার মধ্যে থাকে ধারালো একটা দা। আবার কোন ভোর বেলা তারা সব মাঠে চলে যায়, আমিও জানতে পারি না। সূর্য ওঠার আগেই দেখি কলসি ভর্তি করে রস নিয়ে চলে আসে। তারপর রসের বানে কড়াইতে করে চাপিয়ে অনেক সময় ধরে জাল দেওয়া হয় সেই রস । পায়েসে যে গন্ধটা পেয়েছিলি, সেই গন্ধটা বেরিয়ে আসে গুড় তৈরি হয়ে গেলে। সেই গুড়টাই নলেন গুড়। কলা পাতায় করে ছোট-বড় সবাইকেই একটু করে মা কাকিরা খেতে দেয় সেই গুড়। গরম গরম, তার স্বাদই আলাদা?"

আমার এই বুনে দেওয়া স্বপ্নগুলো প্রদীপের মনে অনেক জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করল। প্রথম প্রশ্ন শিউলি কারা? বললাম, যে মানুষগুলো খেজুর গাছ কাটে, তা থেকে রস বের করে আনে, তাদেরকে বলে শিউলি। যে মানুষগুলো সকালে বাঁশের বাঁকে করে কলসি ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। এবার বুঝলি!"

"না, ঠিক বুঝলাম না। এখনও অনেক জানার আছে। তুই যে বললি খেজুর গাছ কাটে। এক কলসি রস নিতে গেলে কি পুরো খেজুর গাছটাই কেটে ফেলতে হয়?"

"তা হবে কেন। খেজুর গাছের আগার দিকে খানিকটা জায়গা পাতা কেটে পরিষ্কার করে নিতে হয়। সেই জায়গাটাতে অল্প একটু কেটে নিয়ে তার মধ্যে বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি নলি ঢুকিয়ে দিতে হয়। সেই নলি দিয়ে সারারাত ধরে টপ টপ করে রস পড়ে কলসিতে। পরদিন সকালবেলা শিউলি সেই কলসি নামিয়ে আর একটা কলসি ঝুলিয়ে দিয়ে আসে। আমার দাদু একটা ছড়া গাইতো।

"গলায় পরে রসের ভাড়,
কলসি কলসি ঢালছে রস
নলেন গন্ধে মাতোয়ারা
আজ সকালের বাস।"

এভাবে প্রদীপের চোখে স্বপ্ন বুনে দেওয়ার পর দেখেছিলাম, ও উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে দূর আকাশের দিকে। স্বপ্নগুলো সব ওর চোখে ধরা পড়ছে। এ সব স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গিয়েছিল কিনা প্রদীপের, তা আমি জানিনা। কারণ প্রদীপের আর আমাদের গ্রামে আসা হয়নি। আমারও প্রদীপদের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। কারণ হোস্টেল থেকে কেউ অন্য কারোর বাড়িতে যাওয়ার নিয়ম ছিল না।

একদিন রবিবারে বাবা মাকে কোন একটা বই পড়ে শোনাচ্ছিলেন। বাবাকে এক জায়গায় বলতে শুনলাম, কমলাকান্ত বলিয়াছেন, "কেউ একা থাকিও না...।" জানিনা কে এই কমলাকান্ত। কথাটা শুনে ভয় পেয়েছিলাম। তারপর কানে আঙুল দিয়েছিলাম। পরের কথাগুলো আর শুনতে চাইনি। ভয়ের ব্যাপার কিছু ছিল নিশ্চয়ই।

মা বাবা আমাকে হোস্টেলে ছেড়ে যাওয়ার পর যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল তাতে ভয় পাচ্ছিলাম না। সেদিন সুপারিনটেনডেন্ট স্যার চলে যাওয়ার পর একদম একা বসে আছি। ঘরের মধ্যে তাকিয়ে আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগলো। ৮-১০ জনের থাকার ঘরে আমি একা বসে আছি। মনে হল, ছায়া ছায়া কিছু একটা দুলছে। কিছু সময় সেই দিকে তাকিয়ে থেকে মনে হল, একটা কঙ্কালসার শীর্ণ ছেলে আমাকে যেন হাত নেড়ে ডাকছে। ছেলেটার চোখ দুটো মরা মাছের মতো স্থির। আমার ভয় লাগল। মাথা নিচু করে। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকলাম। যেই মাথাটা নিচু করেছি, খাটের তলায় নজর চলে গিয়েছে। তলাগুলো অন্ধকার। আর তাকালাম না।

হঠাৎ কে পিঠের উপরে হাত দিল। এবার ভয়ে একেবারে কুকড়ে গেলাম। মনে হল মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ বের হচ্ছে। আমার গায়ে হাত দিয়ে নাড়িয়ে দিয়ে শম্ভুদা বলল, "এই দিলীপ, তোর কি হয়েছে রে! এরকম করছিস কেন?"

আমি চোখ বন্ধ করে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, "শম্ভুদা, ওই কোণায় দেখ কে বসে আছে।"

"ভ্যাট,এখানে কে বসে থাকবে রে! তাকিয়ে দেখ ওখানে একটা ছায়া দুলছে।"

আমি চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে বললাম, "ওটাকেই একটা ছেলে মনে হচ্ছিল।"

" তোর মাথা। দড়িতে গামছা নেড়ে দেওয়া আছে, ওটা দুলছে।" শম্ভুদা এই বলে আমাকে হাত ধরে টানতে টানতে সোজা খাবার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলাম, বড় বড় ছেলেরাও আছে। আমি শম্ভুদার পাশেই খেতে বসলাম।

অনেকেই কেমন হুট করে শান্ত হয়ে যায়। শান্ত হওয়ার পেছনে পাওয়া না পাওয়ার কিছু বিষয় থাকতে পারে।

চলবে...

ঢাকুরিয়া অলস্টার ক্লাব পরিচালিত মধ্য পাড়ার পুজোয় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া অলস্টার ক্লাব পরিচালিত মধ্য পাড়ার পুজো বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও

মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ধনী দরিদ্র সকল বাসিন্দাগণের সাথে পাড়ার মহিলারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুজোয় অংশ নেন। প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে ধুনুচি নৃত্য ছাড়াও পুজো মণ্ডপ পার্শ্বস্থ অস্থায়ী আলোকজ্জ্বল মঞ্চে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ১১ অক্টোবর অষ্টমির দিন সন্ধ্যায় ভারত সরকারের সংগীত ও নাটক বিভাগের শিল্পীগণ পরিবেশিত দেশাত্মবোধক ও প্রাদেশিক সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক সাধারণের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। পরদিন মৃদঙ্গমের অরুন্ধতী ভৌমিকের পরিচালনায় সংস্থার কচি-কাঁচা শিল্পীগণ পরিবেশিত সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের অনুষ্ঠান দর্শকদের মুগ্ধ করে।

পুজোয় ঠাকুরনগরে মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান পরশ সংস্থার

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা পরশ সোসাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন এর সদস্যগণ মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান করলেন স্থানীয় জাগ্রত সংঘের দুর্গোৎসব কমিটির আহ্বানে।

গত ১২ অক্টোবর নবমীর সন্ধ্যায় পুজো মণ্ডপ সংলগ্ন সুসজ্জিত আলোকজ্জ্বল মঞ্চে সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনয় শিল্পী শাশ্বত বিশ্বাসের নির্দেশনায় সংস্থার সদস্য মূকাভিনয় শিল্পীগণ বেশ আকর্ষনীয় এবং মজার মজার কাহিনী নিয়ে মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। সবশেষে সংস্থার পরিচালক শাশ্বত বিশ্বাসের নির্দেশনায় দেশে বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাম্প্রতিকের বড়ই বেদনাদায়ক ঘটনার উপর পবিবেশিত We want Justice শীর্ষক মূকাভিনয়টি সমবেত দর্শক সাধারনের হৃদয়কে স্পর্শ করে। পরশ সংস্থা পরিবেশিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সকল দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

নাবিক নাট্যমের সার্থক প্রযোজনা দর্পণ

প্রতিনিধি ঃ মোহিত চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহত্যে বা বাংলা নাটকে এক ব্যতিক্রমী নাট্যকার। তার নাটকের বিষয়, সংলাপ, চরিত্র ও জীবনের নানা দ্বন্দ্ব, জটিলতা, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যা ও তার থেকে উত্তরণ ছিল তার নাটকের মূল বিষয়বস্তু। বাস্তবের উল্টো পথে হেঁটে মোহিত চট্টোপাধ্যায় Non Riyalistic নাটককে বাংলা থিয়েটারে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার দর্পণ নাটকটি রূপক নাটক আকারে প্রকাশিত হলেও এই নাটকটি চরম বাস্তবধর্মী। নাট্যকার তাঁর এই নাটকের ক্ষেত্রে বা এর চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভিতরের মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ বাইরের মানুষটা সমাজের শেখানো নিয়মের মধ্যে চললেও ভিতরের মানুষটা আলাদা। তাঁর এই দর্পণ নাটক inner রিয়েলিটির কথা বলে। দর্পণ নাটকের চরিত্রের গভীরতা বিশ্লেষণ করলে নাট্যকারের জীবনদৃষ্টির সমগ্রতা আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। Totality of life অর্থাৎ জীবন দৃষ্টির সমগ্রতাকে বোঝাতে তিনি গোটা মানুষটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সামাজিক কুসংস্কার ও সামাজিক নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ মানুষের জীবনদর্শন কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা এই নাটকে পরিস্কার হয়ে উঠেছে। সামাজিক নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষ কতটা আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে তা পরিস্কার ভাবে বোঝা গেছে। সমাজের আবর্তে পড়ে অসহায়, বিপন্ন, বিদ্ধস্থ স্বর্ণর রুখে দাঁড়ানোকে তিনি এক অভিনব ভঙ্গিতে তুলে ধরেন। মানুষের মানবিক অবক্ষয় তার এই দর্পণ নাটকে বিদ্যমান। কিন্তু নরেন চরিত্রের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন সমাজে মানবিক অবক্ষয় সৃষ্টি হলেও কিছু মানুষের বিবেক এখনও জীবিত রয়েছে। কারণ একজন সত্যিকারের মানুষ হিসাবে আমাদের যে দ্বায়িত্ব কর্তব্য পালন করা উচিত তা নরেন চরিত্রের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই এখানেই এই নাটকের উত্তরণ ঘটে। তাই সবশেষে গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমএর দর্পণ প্রযোজনাটি জীবন অধিকারির পরিচালনায় সার্থকতা লাভ করেছে। আস্তিক মজুমদারের আবহ বেশ সুন্দর, দক্ষতার সাথে অভিনয় করেছেন অবিন দত্ত, রাখি বিশ্বাস, অনিল কুমার মুখার্জি ও প্রদীপ কুমার সাহা। অশোক বিশ্বাসের আলোর ব্যবহার চমৎকার। তবে মঞ্চ সজ্জায় আরেকটু নজর দিলে ভালো হতো।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

ডিফেন্স একাডেমীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়া ও ঠাকুরনগরের প্রাক্তন সৈনিক সংগঠনের শাখার সহযোগিতায় চাঁদপাড়া ডিফেন্স একাডেমী গোপালনগরে এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করে। গত ১৩ অক্টোবর অপরাহ্নে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলণ করে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী নন্দিনী ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন সৈনিক রমেশ চন্দ্র দত্ত, রঞ্জিত বিশ্বাস, প্রশান্ত কুমার মজুমদার, চয়ন বিশ্বাস, ছিলেন বিশিষ্ট কবি শংকর মল্লিক, তাপস তরফদার,রাজু সরকার প্রমুখ। ডিফেন্স একাডেমীর কর্ণধার প্রাক্তণ সৈনিক দ্বীপেন গুহ সকলকে স্বাগত জানান। সমবেত শিক্ষার্থীগণ সকলকে পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে প্রত্যন্ত গ্রামঞ্চলের তরুণ ও যুব সমাজকে সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ করে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এগিয়ে দেবার প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত একাডেমীর অন্যতম প্রশিক্ষক সুমিত গুহ বলেন, দেশে চাকুরি একদম নেই, তা নয়। চাকুরি যথেষ্ঠ আছে। তবে তা কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে।

দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে দেশ সেবার লক্ষ্যে গড়ে তোলা এবং কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য দ্বীপেন গুহ গোপালনগরের প্রাক্তণ সৈনিক সংগঠনের পরিচালন সমিতির সদস্যগণের এই মহতী উদ্যোগের ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত গায়ক অমল মণ্ডলের কণ্ঠের গান ও স্বনামখ্যাত কবি শংকর মল্লিক, রাজু সরকার ও তাপস তরফদারের কণ্ঠে স্বরটিত কবিতা পাঠ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে আকর্ষনীয় করে তোলে। প্রাক্তণ সৈনিক ও বিশিষ্ট সমাজ সেবি রঞ্জিত বিশ্বাস ও চয়ন বিশ্বাসের সুচারু পরিচালনায় এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অনাস্থা পুজোর খাবারেও

প্রথমপাতার পর...

তৈরির অভিযোগ ওঠে। অস্বাস্থ্যকর রান্নার জায়গা এবং অপরিচ্ছন্নভাবে রান্নাবান্না করার দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে একাধিক বিরিয়ানির দোকান দারদের বিরুদ্ধে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, বনগাঁ শহরে বেশ কিছু হোটেল ও রেস্তোরায় খাদ্য সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখার জন্যই অভিযানে নেমেছেন খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা। খাদ্য দপ্তরের অভিযানে খুশি বনগাঁ শহরের মানুষ। বনগাঁর বাসিন্দা পার্থসারথী দে বলেন, খাবারের মান নিয়ে আমাদের অনেক প্রশ্ন। বাচ্চাদের কিছু কিনে দিয়ে দেওয়ার পর আতঙ্কের মধ্যে থাকি। খাদ্য দপ্তরের এই অভিযান সারা বছর চালানো উচিত।

স্বামীর দেওয়া শেষ স্মৃতি

প্রথমপাতার পর...

পুলিশ জানিয়েছে, গাইঘাটা থানা সহ একাধিক এলাকায় কারো তিন মাস, কারো ছ'মাস আগে মোবাইল হারিয়ে গিয়েছে, কারও চুরি হয়ে গিয়েছিল। তারা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল। বনগাঁ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অর্ক পাঁজা বলেন, 'মোবাইল হারিয়ে যাওয়া কিংবা চুরি যাওয়ার ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। পুজোর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ৫০টি মোবাইল ফোন মোবাইলের মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে পেরে আমাদের ভালো লাগছে ।

পাশাপাশি এই দিন গাইঘাটার বন্যা দুর্গত এলাকায় গিয়ে ত্রাণ শিবির গুলিতে প্রায় ৮০০ জন দুর্গত ব্যক্তিদের পুজো উপলক্ষে নতুন বস্ত্র, শুকনো খাবার তুলে দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। সেগুলি তুলে দেন বনগাঁর পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার।

ঢাকুরিয়া পূর্ব পাড়ার শারদোৎসবে নানা আনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতায় সার্থক

নীরেশে ভৌমিক ঃ গত ৭ অক্টোবর চতুর্থীর সন্ধ্যায় বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী দীপা বিশ্বাসের কণ্ঠে আবাহনী সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ঢাকুরিয়া বাদামতলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত ঢাকুরিয়া পূর্ব পাড়ার দুর্গোৎসবের। উদ্বোধনী দিনে গুনীজন সম্বর্ধনা শেষে পরিবেশিত হয় মৃদঙ্গম সাংস্কৃতিক সংস্থা পরিবেশিত সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান।

পঞ্চমীর সন্ধ্যায় নদীয়ার দিক্ বিজয়ীর পুতুল নাচের অনুষ্ঠান ছোট বড় সকল দর্শকের মনোরঞ্জন করে। ষষ্ঠীতে দিব্যাঙ্গনা নৃত্য কলাকেন্দ্রের শিল্পীগণ পরিবেশিত নৃত্যের অনুষ্ঠান 'শক্তিরূপেণ' সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। সপ্তমীর সন্ধ্যায় সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান এবং অষ্টমীতে জয়তি সাহা (হালদার) এর পরিচালনায় চাঁদপাড়ার অঙ্গহার ড্যান্স আকাডেমীর শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত দর্শক

সাধারনকে মুগ্ধ করে। ১২ অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী লতা ও আশা কণ্ঠী পিঙ্কি ভট্টাচার্য ও ভূপেন হাজারিকার গলায় গান গেয়ে সমবেত শ্রোতাদের মন জয় করেন। দশমীর দিনে বিহঙ্গের শিল্পীদের লোকগানের আসর জম-জমাট হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন দিনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। অন্যতম উদ্যোক্তা শান্তনু রায় জানান, বিভিন্ন দিনে আয়োজিত ছোটদের বসে আঁকো ছাড়াও এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্নোত্তর (কুইজ), নৃত্য এবং রবীন্দ্র সংগীত, ছড়ার গান ও লোক সংগীতের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর ব্যাপক সমাগম ঢাকুরিয়া পূর্বপাড়ার (বাদামতলা) শারদ উৎসবকে আকর্ষনীয় করে তোলে। উৎসবের শেষে দিনের সন্ধ্যায় বহু বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

শারদোৎসবে সিটু'র বস্ত্রদান কর্মসূচী

নীরেশ ভৌমিকঃ সিপিআই (এম) দলের শ্রমিক সংগঠন সেন্টার ফর ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন (সিটু) এর গাইঘাটা ব্লক শাখার পক্ষ থেকে দুর্গাপুজোর সূচনায় বস্ত্রদান কর্মসূচী নেওয়া হয়। গত ১০ অক্টোবর সপ্তমীর দিন চাঁদপাড়া রেলষ্টেশন সংলগ্ন সিআইটিইউ শ্রমিক সংগঠনের নবনির্মিত কার্যালয় অঙ্গনে ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বন্যাদুর্গত শতাধিক দুস্থ মানুষজনের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানাল দল ও সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে দল ও সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের ব্লক কমিটির সম্পাদক স্বপন ঘোষ, প্রবীণ দলনেতা কপিল ঘোষ, বিশ্বনাথ মণ্ডল, সিটু নেতৃত্ব কৃষ্ণ চৌধুরী, প্রাক্তণ সৈনিক দিলীপ রায়, শিক্ষক স্বপন মল্লিক, যুব নেতৃত্ব ময়ূখ মণ্ডল, বাপ্পা চৌধুরী প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে সমবেত মানুষজনের সামনে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং সেই সঙ্গে আরজিকর কান্ডের ঘটনায় তিলোত্তমার সুবিচার এবং সেই সঙ্গে দোষীদের কঠোর সাজার দাবির আন্দোলনে পাশে থাকার আহ্বান জানান।

বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। পুজোর সময় নতুন বস্ত্র পেয়ে

অতিশয় খুশি বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা দরিদ্র পরিবারের অসহায় মানুষজন।

বাণী বিদ্যা বীথির ৭৫ তম বর্ষ পূর্তি উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলা তথা রাজ্যের উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গত ১৬ আগষ্ট তার চলার পথের ৭৫ তম বর্ষে পদার্পণ করে, এই দীর্ঘ পথ চলার ৭৫ বৎসরকে স্মরণীয় করে রাখতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিন দিন ব্যাপী প্লাটিনাম জুবিলি (২০২৪-২৫) উৎসবের আয়োজন করে । সেই উৎসব সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হবার পর উৎসব কমিটি

পরবর্তী ৭৫ তম বর্ষ পূর্তি উৎসবকে আরোও সার্থক এবং আরোও আকর্ষনীয় করে তুলতে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, এলেকার শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুরাগী মানুষজন এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় বিভিন্ন সংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করে। গত ২১ সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ের নবনির্মিত শ্রেনিকক্ষে প্রধান শিক্ষক ও উৎসব কমিটির কার্যকারি সম্পাদক রবিউল ইসলামের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ প্রধান শিক্ষক গৌতম সাহা, প্রবীন শিক্ষক বাসুদেব সাহা, অসীম মণ্ডল, বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির বর্ষিয়ান সদস্য কুমারেশ সাহা প্রমুখ। সভার শুরুতেই সাংস্কৃতিক উপ-সমিতির আহ্বায়ক বিশিষ্ট শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের মূল অনুষ্ঠান এবং বর্ষব্যাপী এই পর্বের সমস্ত কর্মসূচীকে সার্থক করে তুলতে উপস্থিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুরাগী সকলের সুচিন্তিত মতামত ও ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করেন। শিক্ষক সুশান্ত বাবু উৎসবের সূচনা পর্বে বাইক র‍্যালি, ম্যারাথন, ফুটবল, কাবাডি, কুইজ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাফল্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। শিক্ষক গৌতম সাহা বলেন, মূল অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। বর্ষিয়ান সদস্য কুমারেশ সাহা সকলের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষ পূর্তি উৎসব সার্থক হয়ে উঠবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

প্রধান শিক্ষক রবিউল বাবু বলেন, আগামী ৭-১২ জানুয়ারি ২০২৫ বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষের মূল অনুষ্ঠানের দিন প্রস্তাবিত হয়েছে। এখন থেকেই প্রস্তুতি নিলে তবেই সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে উঠেবে। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে থিম সঙ এর ভূয়সী প্রশংসালাভের কথা তুলে ধরেন। ৫ জানুয়ারি ২০২৫ রবিবার শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হবে বলে জানান। অনুষ্ঠানে গুনীজন সংবর্ধনা, সেমিনার, মেধা পুরস্কার প্রদান, বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রদর্শনী, যোগাসন, ম্যাজিক শো, পুতুল নাচ, রায় বেশে, লোক নৃত্য, নৃত্যনাট্য, আন্তঃবিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতা, ছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত নাটকও মঞ্চস্থ হবে। ১২ জানুয়ারি উৎসবের শেষ দিনটি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রাখা হয়েছে বলে উৎসব কমিটির আহ্বায়ক সুশান্ত স্যার জানান। এদিনের সভায় উপস্থিত বর্ষিয়ান শিক্ষাব্রতী সরোজ চক্রবর্তী, শ্যামল বিশ্বাস, সমীরণ সানা, শচীন্দ্র নাথ ঢালী, সংস্কৃতি প্রেমী সুভাষ চক্রবর্তী, গোবিন্দ কুন্ডু, বিদ্যালয়ের আসন্ন প্লাটিনাম জয়ন্তীর মূল উৎসবকে আরোও সুন্দর এবং আরোও মনোজ্ঞ করে তুলতে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপস্থিত বিশিষ্টজনদের বক্তব্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন বলে জানান। সকলই বিদ্যালয়ের আসন্ন ৭৫ তম বর্ষ পূর্তি উৎসব সর্বঙ্গে সুন্দর হয়ে উঠবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

আমাদের সোনার দাম পেপার- রেট ও নৈমিত্তিক মূল্য অনুযায়ী

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**